এসবিআই কার্ড-এর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলি ও শর্তাবলি

1. বিভিন্ন ফি ও চার্জ

A. বার্ষিক ফি ও পুনর্নবীকরণ ফি

এসবিআই ক্রেডিট কার্ডে (এসবিআই কার্ড) বার্ষিক ফি ও পুনর্নবীকরণ ফি প্রযোজ্য হয়। **বার্ষিক ফি হলো এককালীন নেওয়া চার্জ ও পুনর্নবীকরণ চার্জ হলো যা প্রতি বছর নেওয়া হয়।** এই ফি বিভিন্ন কার্ড হোল্ডারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়, এবং বিভিন্ন কার্ডের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ক্রেডিট কার্ডের এই ফি প্রয়োগ করার সময়ে কার্ড হোল্ডারকে জানানো হয়। বিভিন্ন ধরণের এই ফি কার্ড হোল্ডারের অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি কেটে নেওয়া হয় এবং সেই পরিমাণ অর্থ কার্ডের মাসিক স্টেটমেন্ট রিপোর্টে উল্লেখ করা থাকে যে কি কারণে তা নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক কার্ড হোল্ডারকে অতিরিক্ত কার্ড ইস্যু করার ক্ষেত্রেও আলাদা আলাদা চার্জ নেওয়া হয়ে থাকে।

B. ক্যাশ অ্যাডভান্স ফি

জরুরীকালীন পরিস্থিতিতে কার্ডহোল্ডার এই কার্ড ব্যবহার করে ডোমেস্টিক/ ইন্ট্যারন্যাশানাল এটিএম থেকে নগদ অর্থ তুলতে পারেন। এইধরণের প্রত্যেকবার উইথড্রয়ালের ক্ষেত্রে একটি ট্রান্সজাকশন চার্জ কেটে নেওয়া হবে এবং কার্ডহোল্ডারকে পরবর্তী স্টেটমেন্টে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। ট্রান্সজাকশন ফি হিসাবে 2.5 শতাংশ অথবা 300 টাকার মধ্যে যেটি বেশী হবে সেটি ডোমেস্টিক এটিএম এবং 3 শতাংশ অথবা 300 টাকা যেটা বেশী হবে তা ইন্ট্যারন্যাশানাল এটিএম-এ ট্রান্সজাকশনের ক্ষেত্রে কেটে নেওয়া হবে। এই ট্রান্সজাকশন ফি এসবিআই কার্ডস এন্ড পেমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (এসবিআইসিপিএসএল)-এর বিবেচনার উপর নির্ভর করে। প্রতিটি নগদ পরিমাণ অর্থ যা অগ্রিম হিসাবে নেওয়া হয় তার জন্য যেদিন উইথড্র করা হলো সেদিন থেকে যতদিন না পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরিশোধ হচ্ছে তার জন্য একটা নির্দিষ্ট হারে চার্জ কেটে নেওয়া হয় (অনুগ্রহ করে চার্জের জন্য উল্লেখিত শিডিউলটি দেখুন)।

C. ক্যাশ পেমেন্ট ফি

কার্ডহোল্ডারকে নির্দিষ্ট এসবিআই ব্যাঙ্ক শাখাগুলি অথবা এসবিআই অ্যাসোসিয়েট ব্যাঙ্কের শাখাগুলিতে যেতে হবে এবং সেখানে ক্রেডিট কার্ড নম্বর ও পে-ইন স্লিপে টাকার পরিমাণ উল্লেখ করে শাখার নির্দিষ্ট কাউন্টারে সেই পরিমাণ অর্থ জমা করতে পারেন। একটি ইন্সট্যান্ট পেমেন্ট প্রাপ্তিস্বীকারপত্র বিল পে করার পরেই আপনাকে দেওয়া হবে। এই পরিষেবাটি 100 টাকার উর্দ্ধে যেসকল প্রযোজ্য ট্যাক্সগুলি আছে সেগুলির ক্ষেত্রে উপলব্ধ।

D. বিভিন্ন চার্জ

i. বিভিন্ন চার্জ ও ফি যেগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রযোজ্য, যেগুলি এসবিআইসিপিএসএল দ্বারা তার কার্ডহোল্ডারকে দেওয়া নির্দিষ্ট পরিষেবার জন্য অথবা কার্ড অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীনভাবে কোনো ত্রুটি ঘটে থাকলে কার্ডহোল্ডারকে সেই অর্থ পরিশোধ করতে হয়

ii এসবিআইসিপিএসএল যেকোন চার্জ বা ফিগুলি বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা বা যেকোন নতুন চার্জ বা ফি যোগ করতে পারে যদি তা উপযুক্ত মনে করে তাহলে সেটি কার্ডহোল্ডারকে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হয়।

E. সুদমুক্ত গ্রেস পিরিয়ড

সুদমুক্ত ক্রেডিট কার্ডের সময়সীমা ব্যবসায়ীর দাবী করা সময় থেকে 20 থেকে 50 দিনের মধ্যে হতে পারে। যদিও এটি প্রযোজ্য হবে না যদি দেখা যায় যে পূর্ববর্তী মাসের বকেয়া সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা হয়নি অথবা কার্ডহোল্ডার কোনো এটিএম থেকে কোনো নগদ অর্থ তুলেছে।

F. ফাইনান্স চার্জ (পরিষেবা চার্জ)

ফাইনান্স চার্জগুলি পরিশোধ করতে হয় মাসিক সুদের ভিত্তিতে প্রতিটি লেনদেনের ক্ষেত্রে যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে না পরিশোধ করা ইএমআই কিস্তিগুলি যেখানে কার্ডহোল্ডার বেছে নিয়েছেন যে লেনদেনে তারিখ থেকে তার বকেয়া সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ না করা পর্যন্ত এবং প্রতিটি অগ্রিম যা নগদ হিসাবে নেওয়া হয়েছে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত। কার্ডের সুদের হার চলমান এবং এটি কার্ডহোল্ডারের ব্যবহার ও পেমেন্ট প্যাটার্ণের উপর নির্ভর করে এবং এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে পর্যালোচনা করা হয়। কার্ডধারী যদি পাওনা মেটাবার তারিখের (PDD) আগে যত পাওনা আছে (TAD)তাঁর আংশিক কিম্বা কোনো প্রদত্ত অর্থ না দেয়, যেমন কি ক্রেতার আগের মাস থেকে এবং বর্তমান মাসের অনিষ্পন্ন স্থিতি আছে, আর পূর্ণ বাকি পাওনার পুরো প্রদত্ত অর্থ পাওনা মেটাবার তিথির আগেই দিয়ে দেয় তাহলে পাওনা মেটাবার তিথির সময় যা অবসান-স্থিতি থাকে তাঁর উপরে আর্থিক মূল্য ধার্য হবে৷ ফাইনান্স চার্জের সাম্প্রতিক হার মাসিক 3.35 শতাংশ (বার্ষিক 40.2 শতাংশ) এবং এটি লেনদেন করার তারিখ থেকে লাগু করা হয় এবং এটি এসবিআই কার্ড এন্ড পেমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (এসবিআইসিপিএসএল)-এর বিবেচনাধীনে পরিবর্তনসাপেক্ষ। ফাইনান্স চার্জ যা প্রদানযোগ্য সেটি প্রয়োগযোগ্য করের উপর লেভি হিসাবে ধার্য করা হয় এবং যতদিন না পর্যন্ত সেটি কার্ডহোল্ডারের অ্যাকাউন্ট থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধ হচ্ছে ততদিন ধরে সেটি কেটে নেওয়া হতে থাকে।

a. নগদ যে পরিমাণ অর্থ অগ্রিম নেওয়া হয় সেই লেনদেনের তারিখ থেকে এটি যতদিন না পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে ততদিন এটি প্রযোজ্য থাকে।

উদাহরণ 1 – কার্ড স্টেটমেন্টের তারিখ – প্রতি মাসের 15 তারিখে।

16ই জুন 2015 থেকে 15ই জুলাই 2015-এর মধ্যে করা লেনদেন

1. 20শে জুন 2015 তারিখে 5000 টাকার কোনো খুচরো কেনাকাটা করা।
2. 10ই জুলাই 2015 তারিখে 7000 টাকা নগদ অর্থ তুলে নেওয়া।

ধরে নেওয়া হচ্ছে যে 15ই জুন 2015-এর পূর্বে কোনো বকেয়া অর্থ নেই, এবার কার্ড হোল্ডার 15ই জুলাই তারিখে যে স্টেটমেন্ট পাবে তাতে দেখানো হবে যে 12,000 টাকার লেনদেন করা হয়েছে যাতে 7000 টাকা নগদ অর্থ তোলার জন্য 5 দিনের জন্য ফাইনান্স চার্জ প্রযোজ্য হবে। কার্ডহোল্ডারকে এই বকেয়া অর্থের জন্য 5ই আগষ্ট 2015 তারিখের মধ্যে সমস্ত অর্থ পরিশোধ করতে হবে যা স্টেটমেন্ট তারিখ থেকে পরবর্তী 20 দিনের মধ্যে যা ন্যূনতম বকেয়া পরিমাণ বা সম্পূর্ণ অর্থের জন্য বলবত করা হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে যদি কোনো কোনো পেমেন্ট আপনার ক্রেডিট কার্ডের সাপেক্ষে পরিশোধ করা হয়ে থাকে সেটি থেকে প্রথমে আপনার ন্যূনতম যে বকেয়া অর্থ প্রদান করতে হয় (এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রকমের প্রযোজ্য কর, ইএমআই ভিত্তিক প্রোডাক্টের উপর ধার্য করা ইএমআই + সর্বমোট বকেয়ার 5 শতাংশ) তা থেকে বাদ দেওয়া হবে, ফি ও অন্যান্য চার্জ (যদি কিছু থাকে) তার সাথে সাথে ব্যালেন্স ট্রান্সফার ব্যালেন্স (যদি কিছু থাকে), খুচরো ব্যালেন্স (যদি কিছু থাকে) এবং সবশেষে নগদ অর্থের জন্য যে ব্যালেন্স (যদি কিছু থাকে) পরে থাকবে তা নেওয়া হবে। ফাইনান্স চার্জগুলি পূর্ববর্তী স্টেটমেন্টের তারিখ থেকে আরোপ করা হবে যদি না রিটেল ব্যালেন্সের আউটস্ট্যান্ডিং আরোপ না করা হয়ে থাকে সেখানে ফাইনান্স চার্জ লেনদেন করার তারিখ থেকে আরোপ করা হবে।

যদি দেখা যায় যে আউটস্ট্যান্ডিং স্টেটমেন্টে কোনো নগদ ব্যালেন্স নেই এবং পূর্ববর্তী স্টেটমেন্ট থেকে কোনো বকেয়া দেখানো হয়নি এবং পেমেন্ট বকেয়া তারিখের মধ্যে রিটেল ব্যালেন্স আউটস্ট্যান্ডিংয়ের উপরে স্টেটমেন্টের তারিখে প্রদান করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কোনো ফাইনান্স চার্জ কাটা হবে না।

উদাহরণ 2 – কার্ড স্টেটমেন্টের তারিখ প্রতি মাসের 2 তারিখ।

3রা জানুয়ারী 2015 থেকে 2রা ফেব্রুয়ারী 2015 সালের মধ্যে করা লেনদেন

1. 5ই জানুয়ারী 2015 তারিখে 10000 টাকার খুচরো কেনাকাটা করা

2. 15ই জানুয়ারী 2015 তারিখে 30000 টাকার কেনাকাটা অনলাইনের মাধ্যমে।

ধরে নেওয়া হচ্ছে যে 2রা জানুয়ারী 2015 স্টেটমেন্ট থেকে যে পূর্ববর্তী কোনো ব্যালেন্স বকেয়া নেই, সেক্ষেত্রে কার্ডহোল্ডার 2রা ফেব্রুয়ারী তারিখের প্রাপ্ত স্টেটমেন্টে দেখবেন যে 40000 টাকার লেনদেন করা হয়েছে। তার এই বকেয়া পেমেন্টটি 22শে ফেব্রুয়ারী 2015 তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে যা স্টেটমেন্টের তারিখ থেকে 20 দিন পর পর্যন্ত যা হলো সমগ্র পরিমাণ বা ন্যূনতম বকেয়া পরিমানের মধ্যবর্তী।

যদি দেখা যায় যে আউটস্ট্যান্ডিং স্টেটমেন্টে কোনো নগদ ব্যালেন্স নেই এবং পূর্ববর্তী স্টেটমেন্ট থেকে কোনো বকেয়া দেখানো হয়নি এবং পেমেন্ট বকেয়া তারিখের মধ্যে রিটেল ব্যালেন্স আউটস্ট্যান্ডিংয়ের উপরে স্টেটমেন্টের তারিখে প্রদান করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কোনো ফাইনান্স চার্জ কাটা হবে না।

প্রতিমাসে ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার অর্থ হলো পরিশোধ করার সময়কাল বেড়ে যাবে যারফলে আপনার বকেয়া অর্থের উপর সুদের পরিমাণ বাড়তে থাকবে বছরের পর বছর ধরে। অর্থাত্, ভারতীয় মূদ্রায় 5000 টাকার কোনো লেনদেন করা হলে যদি প্রতিমাসে ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হতে থাকে (প্রতিমাসে 200 টাকা হিসাবে ন্যূনতম পরিমাণ), সেক্ষেত্রে এটির জন্য সময় লাগবে 44 মাস, যেসময়কালে আপনার সম্পূর্ণ বকেয়া পরিমাণ অর্থ পরিশোধ হবে।

উদাহরণ 3 – কার্ড স্টেটমেন্টের তারিখ – প্রতিমাসের 2 তারিখ

3রা মার্চ 2015 তারিখ থেকে 2রা এপ্রিল 2015 তারিখের মধ্যে করা লেনদেন

1. 5ই মার্চ 2015 তারিখে দেওয়া বার্ষিক ফি 500 টাকা
2. 5ই মার্চ 2015 তারিখে প্রদানযোগ্য কর 72.50 টাকা
3. 15ই মার্চ 2015 তারিখে 6000 টাকা দিয়ে অনলাইনে কোনো কেনাকাটা করা

ধরে নেওয়া হচ্ছে যে 2রা মার্চ 2015 স্টেটমেন্ট থেকে যে পূর্ববর্তী কোনো ব্যালেন্স বকেয়া নেই, সেক্ষেত্রে কার্ডহোল্ডার 2রা এপ্রিল তারিখের প্রাপ্ত স্টেটমেন্টে দেখবেন যে 6752.50 টাকার লেনদেন করা হয়েছে। মোট বকেয়ার পরিমাণ শুধুমাত্র টাকার হিসাবে রাউন্ডেড করে হবে 6573 টাকা। তার এই বকেয়া পেমেন্টটি 22শে এপ্রিল 2015 তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে যা স্টেটমেন্টের তারিখ থেকে 20 দিন পর পর্যন্ত যা হলো সমগ্র পরিমাণ বা ন্যূনতম বকেয়া পরিমানের মধ্যবর্তী।

ধরে নেওয়া হচ্ছে যে কার্ড হোল্ডার ন্যূনতম বকেয়া পরিমান হিসাবে 398 টাকা পরিশোধ করলেন (সমগ্র বকেয়ার উপর 5 শতাংশ) + 22শে এপ্রিল 2015 তারিখে প্রযোজ্য কর, যা নিকটতম দশমিকে রাউন্ডেড করা হয়েছে, ফাইনান্স চার্জ কার্যকরী হারে আরোপ করা হবে এবং সমগ্র বকেয়ার উপর তা যুক্ত করা হবে। 3.35 শতাংশ হিসাবে মাসিক কার্যকরী হার ধরে, ফাইনান্স চার্জ নিম্নলিখিতভাবে ক্যালকুলেশন করা হবে:
500 টাকার ব্যালেন্সের উপর (5ই মার্চ থেকে 22শে এপ্রিল) 49 দিনের জন্য: (3.35*12)*(49/365)*500/100= 26.98 টাকা
72.50 টাকার উপর প্রযোজ্য কর ((5ই মার্চ থেকে 22শে এপ্রিল) 49 দিনের জন্য: (3.35*12)*(49/365)*72.50/100= 3.91 টাকা
6000 টাকার উপর ব্যালেন্স (15ই মার্চ থেকে 22শে এপ্রিল) 39 দিনের জন্য: (3.35*12)*(39/365)*6000/100= 257.72 টাকা
6175 টাকার উপর ব্যালেন্স (22শে এপ্রিল থেকে 2রা মে) 10 দিনের জন্য: (3.35*12)*(10/365)*6,175 /100= 68 টাকা
মোট যে পরিমাণ সুদ ধার্য করা হল তা হলো 356.61 টাকা।

ধরে নেওয়া হল যে কার্ডহোল্ডার 3রা এপ্রিল 2015 থেকে 2রা মে 2015-র মধ্যে কোনো লেনদেন করেননি এমতাবস্থায় 2রা মে তারিখে প্রাপ্ত স্টেটমেন্টে মোট যে পরিমাণ বকেয়া দেখানো হবে তাতে প্রতিফলিত হবে কেনাকাটা করার জন্য সমস্ত বকেয়া পরিমাণ, ধার্য সুদ, ফি ও বিভিন্ন চার্জ যদি কিছু থেকে থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য কর।
যদি কার্ডহোল্ডার ন্যূনতম বকেয়া পরিমাণ (5 শতাংশ) প্রতিমাসে পরিশোধ করতে থাকেন এবং ধার্য করা সুদের পরিমাণ পরিশোধ করতে থাকেন তাহলে তার সমগ্র বকেয়া পরিশোধ করতে সময় লাগবে (100 শতাংশ / 5 শতাংশ – 20)।

উদাহরণ 4:
কার্ড বিবৃতি তিথি - প্রতি মাসের দ্বিতীয় দিন
3 ডিসেম্বর 15 আর 2 জানুয়ারী 16 র মধ্যে সম্পন্ন লেনদেন

1) 500 টাকার খুচরা ক্রয় - 15 ডিসেম্বর 2015
2) 600 টাকার অনলাইনে ক্রয় - 20 ডিসেম্বর 15

মনে করে নেওয়া হোক যে 2 ডিসেম্বর 2015 বিবৃতির পর কোনো পূর্ববর্তী জের নেই, কার্ডধারীর 2 জানুয়ারীর বিবৃতি দেখাবে 1100 টাকার লেনদেন, পূর্ণ দেনা 1100 টাকা. কার্ডধারীকে সম্পূর্ণ দেনা বা ন্যূনতম দেনা 22 জানুয়ারী 2016 র আগে যেমন কি বিবৃতি তিথির 20 দিনের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে.

ধরে নেওয়া যাক কার্ডধারী 500 টাকার আংশিক প্রদত্ত অর্থ মিটিয়ে দেয়. পূর্ণ দেনার উঅপরই নির্ধারিত হারে আর্থিক মূল্য ধার্য হবে এবং পূর্ণ দেনার সঙ্গে যোগ করা হবে. ধরে নেওয়া যাক যে নির্ধারিত হার 3.35% প্রতি মাসে, তাহলে আর্থিক মূল্যর গণনা নিম্ন ভাবে করা হয়
500 টাকা জেরের উপরে (15 ডিসেম্বর থেকে 22 জানুয়ারী) 39 দিনের জন্য:
(3.35 * 12) * (39/365) * 500/100 = 21.48 টাকা

600 টাকা জেরের উপরে (20th ডিসেম্বর থেকে 22nd জানুয়ারী) 34 দিনের জন্য:
(3.35 * 12) * (34/365) * 600/100 = 22.47 টাকা

600 টাকা জেরের উপরে (22 জানুয়ারী থেকই 2 ফেব্রুয়ারী) 10 দিনের জন্যে
(3,35 * 12) * (10/365) * 600/100 = 6.61 টাকা

মোট সুদ = 50.56 টাকা

3 ফেব্রুয়ারী 2016 – 2 মার্চ 2016 মধ্যে সম্পন্ন লেনদেন

1) শুরুতে জের 650.56 টাকা - 3 ফেব্রুয়ারী 2016

2) খুচরা ক্রয় 1000 টাকা - 5 ফেব্রুয়ারী 2016

2) অনলাইনে ক্রয়- 3000 টাকা – 15 ফেব্রুয়ারী 2016

ধরে নেওয়া যাক 2 ফেব্রুয়ারী 2016 র বিবৃতি হইতে পূর্ববর্তী জের হচ্ছে 650.46 টাকা, কার্ডধারীকে সম্পূর্ণ দেনা কিম্বা ন্যূনতম দেনার কিছু অংশ 22 ফেব্রুয়ারী 2016 র মধ্যে, অর্থাত বিবৃতি তিথির 20 দিনের মধ্যে.

ধরে নেওয়া যাক কার্ডধারী নির্ধারিত তারিখ অর্থাত 15 ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্পূর্ণ পেমেন্ট করে দেয়, কার্যকর হার 3.35% ধরে নিয়ে আর্থিক মূল্যর গণনা নিম্ন ভাবে করা হয়:

জের 650.56 টাকা (3 ফেব্রুয়ারী – 15 ফেব্রুয়ারী) 12 দিনের জন্য:
(3,35 * 12) * (12/365) * 650,56 / 100 =8.60 টাকা

মোট সুদ = 8.60 টাকা

অনিষ্পন্ন ক্রয় মূল্যের যোগ, সুদের ভার, ফি ও ভার, যদি কিছু থাকে, এবং সমস্ত প্রযোজ্য কর প্রতিফলিত হবে পূর্ণ দেনা হিসেবে 2 মার্চের বিবৃতিতে

G. দেরী করে করা পেমেন্টের জন্য বিভিন্ন চার্জ

পেমেন্ট করার বকেয়া তারিখে যদি ন্যূনতম পরিমাণ বকেয়া পরিশোধ না করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে লেট পেমেন্ট চার্জ প্রযোজ্য হবে। 0 টাকা থেকে 200 টাকা পর্যন্ত মোট বকেয়ার পরিমাণ শূণ্য, 200 টাকা থেকে 500 টাকা বকেয়া থাকলে 100 টাকা চার্জ নেওয়া হবে, 500 টাকার উর্দ্ধে থেকে 1000 টাকা পর্যন্তের ক্ষেত্রে 400 টাকা, 1000 টাকার উর্দ্ধে থেকে 10000 টাকা পর্যন্ত 500 টাকা এবং 10000 টাকার উর্দ্ধে হলে 750 টাকা লেট পেমেন্ট চার্জ করা হবে।

উদাহরণ 1 - কার্ড স্টেটমেন্টের তারিখ – প্রতিমাসের 2রা তারিখ।

3রা জানুয়ারী 2015 থেকে 2রা ফেব্রুয়ারী 2015 তারিখের মধ্যে করা লেনদেন

1. 5ই জানুয়ারী 2015 তারিখে 5000 টাকার খুচরো কেনাকাটা করা
2. 15ই জানুয়ারী 2015 তারিখে 5000 টাকার কেনাকাটা করা অনলাইনের মাধ্যমে

ধরে নেওয়া হচ্ছে যে 2রা জানুয়ারী 2015 স্টেটমেন্ট থেকে যে পূর্ববর্তী কোনো ব্যালেন্স বকেয়া নেই, সেক্ষেত্রে কার্ডহোল্ডার 2রা ফেব্রুয়ারী তারিখের প্রাপ্ত স্টেটমেন্টে দেখবেন যে 10,000 টাকার লেনদেন করা হয়েছে। তার এই বকেয়া পেমেন্টটি 22শে ফেব্রুয়ারী 2015 তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে যা স্টেটমেন্টের তারিখ থেকে 20 দিন পর পর্যন্ত যা হলো সমগ্র পরিমাণ বা ন্যূনতম বকেয়া পরিমানের মধ্যবর্তী।
যদি কার্ডহোল্ডার ন্যূনতম বকেয়া পরিমাণের দরুন বা তার থেকে বেশী কোনো পরিমাণ অর্থ 22শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পরিশোধ না করেন তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে 500 টাকা লেট পেমেন্ট চার্জ নেওয়া হবে (1000 টাকার উর্দ্ধে থেকে 10,000 টাকা পর্যন্ত ক্ষেত্রে 500 টাকা নেওয়া হয় থাকে)।
উদাহরণ 2 – কার্ড স্টেটমেন্টের তারিখ – প্রতি মাসের 2রা তারিখ।

3রা ফেব্রুয়ারী 2015 থেকে 2রা মার্চ 2015 তারিখে করা লেনদেন

1. 8ই ফেব্রুয়ারী 2015 তারিখে 2000 টাকার খুচরো কেনাকাটা করা
2. 19শে মার্চ 2015 তারিখে 2500 টাকা দিয়ে অনলাইনে কোনো কেনাকাটা করা

ধরে নেওয়া হচ্ছে যে 2রা ফেব্রুয়ারী 2015 স্টেটমেন্ট থেকে যে পূর্ববর্তী কোনো ব্যালেন্স বকেয়া নেই, সেক্ষেত্রে কার্ডহোল্ডার 2রা মার্চ তারিখের প্রাপ্ত স্টেটমেন্টে দেখবেন যে 4500 টাকার লেনদেন করা হয়েছে। তার এই বকেয়া পেমেন্টটি 22শে মার্চ 2015 তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে যা স্টেটমেন্টের তারিখ থেকে 20 দিন পর পর্যন্ত যা হলো সমগ্র পরিমাণ বা ন্যূনতম বকেয়া পরিমানের মধ্যবর্তী।

যদি কার্ডহোল্ডার ন্যূনতম বকেয়া পরিমাণের দরুন বা তার থেকে বেশী কোনো পরিমাণ অর্থ 22শে মার্চের মধ্যে পরিশোধ না করেন তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে 500 টাকা লেট পেমেন্ট চার্জ নেওয়া হবে (1000 টাকার উর্দ্ধে থেকে 10,000 টাকা পর্যন্ত ক্ষেত্রে 500 টাকা নেওয়া হয় থাকে)।

H. সীমা অতিক্রম করার ফি – পরিষেবা প্রদানকারী হিসাবে এসবিআই কার্ড কার্ডহোল্ডারের দ্বারা চেষ্টা করা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লেনদেন অনুমোদন করার ক্ষেত্রে দেখতে পারে যে সেটি ক্রেডিট সীমার বেশী হচ্ছে কিনা বা সেটি সীমা অতিক্রম করছে কিনা। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে যদি বকেয়া পরিমাণ ক্রেডিট সীমাকে অতিক্রম করে, সেক্ষেত্রে লিমিট অতিক্রম করা অর্থের উপর 2.5 শতাংশ হারে বা 500 টাকা যে পরিমাণ বেশী হবে সেটি ওভার-লিমিট ফি হিসাবে আরোপ করা হবে। ওভার-লিমিট স্ট্যাটাসও প্রয়োগ করা হবে কারণ বিভিন্ন ফি এবং/অথবা ধার্য করা সুদের উপরে।

I. পেমেন্ট ডিসঅনার ফি

কোনো পেমেন্ট ডিসওনার হওয়ার ক্ষেত্রে, কার্ডহোল্ডারকে পেমেন্ট অ্যামাউন্টের উপরে 2 শতাংশ হারে অথবা ন্যুনতম 350 টাকা পেমেন্ট ডিসঅনার ফি দিতে হবে।

J. অন্যান্য চার্জগুলি:

- কার্ড প্রতিস্থাপন ফি: 100 টাকা থেকে 25 টাকা
- চার্জস্লিপ রিট্রিভাল ফি: 225 টাকা
- চেক পিক আপ ফি: 90 টাকা
- স্টেটমেন্ট রিট্রিভাল ফি - 2 মাসের বেশী পুরানো স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে প্রতি স্টেটমেন্ট 10 টাকা হারে নেওয়া হবে
- বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করার ফি – 3.5 শতাংশ
  বিনিময় হার ব্যবহার করা হয় বৈদেশিক মূদ্রাকে ভারতীয় টাকায় পরিবর্তন করতে যে অর্থ লাগে যা ভিসা/ মাস্টার কার্ড দ্বারা নির্ধারিত হবে, ঘটনা যাই হোক না কেন, কার্ড সংস্থার দ্বারা বিনিময় হারের উপরে ভিত্তি করে যে তারিখে এসবিআই কার্ড লেনদেন করা সমাপ্ত হয় যা যে তারিখে প্রকৃত লেনদেন করা হয়েছে তার সঙ্গে একই না হতে পারে। ভিসা/ মাস্টারকার্ড দ্বারা শেয়ার করা ভারতীয় মুদ্রায় পরিবর্তন করা বৈদেশিক মুদ্রার উপরে 3.5 শতাংশ লেনদেন ফি হিসাবে নেওয়া হয়।

2. সীমা

এসবিআইসিপিএসএলঃএর আভ্যন্তরীন ক্রেডিট যোগ্যতামানের উপর নির্ভর করে কার্ডহোল্ডারের ক্রেডিট লিমিট ও ক্যাশ লিমিট নির্ধারণ করা হয় (অ্যাড-অন কার্ডহোল্ডারগণ প্রাইমারী অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের সঙ্গে ঐ একই সীমা শেয়ার করে নিতে পারে)। এই সীমার বিষয়ে যাবতীয় বিবরণী কার্ডহোল্ডারকে কার্ড সরবরাহ করার দিনেই জানিয়ে দেওয়া হয়। ক্রেডিট লিমিট ও ক্যাশ লিমিট বিষয়ে প্রতি স্টেটমেন্টের মাধ্যমে কার্ড হোল্ডারকে জানিয়ে দেওয়া হয়। উপলব্ধ ক্রেডিট লিমিট (অর্থাত ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ ক্রেডিট লিমিট) স্টেটমেন্ট তৈরীর সময়ে স্টেটমেন্টের অংশ হিসাবে দেওয়া হয়ে থাকে। এসবিআইসিপিএসএল নির্দিষ্ট সময়ান্তর কার্ডহোল্ডারের অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা করে থাকেন এবং আভ্যন্তরীন শর্তাবলীর ভিত্তিতে কার্ডহোল্ডারের ক্রেডিট লিমিট বাড়িয়ে দেন বা কমিয়ে দেন। যদি কোনো কার্ডহোল্ডার ক্রেডিট লিমিট বাড়াতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি এসবিআইসিপিএসএল-কে লিখিতভাবে জানিয়ে তা করতে পারেন এবং তার স্বপক্ষে তার আয়ের শংসাপত্র প্রদান করতে হবে। এসবিআইসিপিএসএল তার নিজস্ব বিবেচনা ও নতুনভাবে প্রাপ্ত নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে কার্ডহোল্ডারের ক্রেডিট লিমিট বাড়াতে পারেন।

3. বিলিং ও স্টেটমেন্ট

a) এসবিআইসিপিএসএল-এর পক্ষ থেকে কার্ডহোল্ডারকে প্রতিমাসে স্টেটমেন্ট পাঠানো হবে যেখানে কার্ড হোল্ডারের অ্যাকাউন্টে সর্বশেষ স্টেটমেন্ট পাঠানো হয়েছিল তার পর থেকে তিনি যে পরিমাণ অর্থ জমা করেন এবং যেসকল খরচ করেছেন তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া থাকে অবশ্য উক্ত সময়কালে সেই কার্ডটিকে সক্রিয় থাকতে হয়। এসবিআইসিপিএসএল-এ পক্ষ থেকে কার্ডের নথিতে উল্লেখিত ই-মেল অ্যাড্রেসে লেনদেনের স্টেটমেন্টটি মেল আকারে পাঠাবেন অথবা কার্ডে উল্লেখিত ঠিকানায় সেই স্টেটমেন্টটি পোস্ট আকারে পাঠিয়ে দেবেন পূর্বনির্ধারিত তারিখে।

b) ক্রেডিট কার্ডের পক্ষ থেকে কার্ডহোল্ডারকে একটি ঘূর্ণায়মান ক্রেডিট ফেসিলিটি দেওয়া হয়ে থাকে। কার্ডহোল্ডার শুধুমাত্র ন্যূনতম বকেয়া অর্থ যা স্টেটমেন্টে ছাপানো আকারে থাকে সেটি দেওয়া বেছে নিতে পারেন এবং সেই পেমেন্টটি পেমেন্ট করার বকেয়া তারিখের পূর্বে পরিশোধ করতে হয় যা আপনার স্টেটমেন্টেই উল্লেখিত থাকে। ব্যালেন্স বকেয়া পরিমাণ অর্থ পরবর্তী স্টেটমেন্টগুলি পর পর পাঠানো হতে থাকে। কার্ডহোল্ডার সমগ্র বকেয়া পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা অথবা ন্যূনতম বকেয়া পরিমাণের তুলনায় বেশী কিছু পরিমাণ পরিশোধ করা বেছে নিতে পারেন। পূর্ববর্তী স্টেটমেন্টে যদি কোনো ন্যূনতম বকেয়া পরিমাণ অর্থ পরিশোধ না করা হয়ে থাকে তা কার্ডহোল্ডারের সাম্প্রতিকতম ন্যূনতম বকেয়া পরিমাণের সঙ্গে যুক্ত করা হবে এবং এক্ষেত্রে কোনো কোনো সময়ে সেই বকেয়া কার্ডহোল্ডারের ক্রেডিট লিমিটকে অতিক্রম করে যেতে পারে।

ন্যূনতম বকেয়া পরিমাণ বকেয়া পরিমাণের 5 শতাংশ বা 200 টাকা হবে (এরমধ্যে যেটি বেশী হবে) এবং এর সঙ্গে যুক্ত হবে সকল প্রযোজ্য কর এবং ইএমআই (এটি কেবলমাত্র ইএমআই ভিত্তিক প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে)। ওভার-লিমিট পরিমাণ ন্যূনতম বকেয়া পরিমাণের সঙ্গে যুক্ত হবে সেইসকল ক্ষেত্রে যেখানে ক্যাশ বা ক্রেডিট লিমিট অতিক্রম করে যায়। পূর্ববর্তী স্টেটমেন্টে যদি কোনো ন্যূনতম বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ না করা হয়ে থাকে, যদি এমন থাকে, তাহলে সেটি সাম্প্রতিককালীন ন্যূনতম বকেয়া পরিমাণের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

c) কার্ডের ক্ষেত্রে যেসকল বকেয়া পেমেন্ট পরিশোধ করা হয়ে থাকে সেগুলি পরবর্তী স্টেটমেন্টগুলিতে প্রাপ্তিস্বীকার করা হয়ে থাকে।

d) কার্ডহোল্ডারের কার্ডের মাধ্যমে যে বকেয়া পেমেন্ট প্রাপ্ত হয় সেটি থেকে সকল প্রকার ন্যূনতম বকেয়া পরিমাণ (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সকল প্রকার প্রযোজ্য কর + ইএমআই ভিত্তিক প্রোডাক্টের দরুন ইএমআই + মোট বকেয়ার 5 শতাংশ), বিভিন্ন ফি ও অন্যান্য চার্জগুলি, ধার্য্য করা সুদ, ব্যালেন্স ট্রান্সফার আউটস্ট্যান্ডিং, পারচেজ আউটস্ট্যান্ডিং ও কোনো একটি অর্ডারের জন্য নেওয়া অগ্রিম নগদ।

e) কার্ড অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট করা নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলিতে করা হতে পারে: আপনি www.sbicard.com ওয়েবসাইটটিতে লগ-ইন করুন এবং তারপর পে-নেট অপশনের মাধ্যমে আপনার নেটব্যাঙ্কিং সুবিধা অথবা আপনার এসবিআই এটিএম কাম ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে নির্দিষ্ট পেমেন্ট করতে পারেন।

স্টেটমেন্টের অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ঠিকানায় আপনি একটি চেক বা ডিমান্ড ড্রাফট পোস্ট করে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আপনার শহরে থাকা নির্দিষ্ট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখাগুলিতে অথবা এসবিআই কার্ড ড্রপ বক্সে চেক বা ডিমান্ড ড্রাফট ড্রপ করে দিতে পারেন।

চেক/ ডিমান্ড ড্রাফটিতে পেবেল হতে হবে "এসবিআই কার্ড নম্বর xxxxxxxxxxxxxxxx"

ইসিএস নির্বাচিত শহরগুলিতে ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সিস্টেমের (ইসিএস) মাধ্যমেও পেমেন্টগুলি করা যেতে পারে।

f) বকেয়া বিল পরিশোধ করার জন্য এসবিআই কার্ডের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অপশন দেওয়া হয়, যেগুলি মাসিক স্টেটমেন্ট ও এসবিআই কার্ড ওয়েবসাইটের অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে।

g) বিলিং সংক্রান্ত সমস্যা: স্টেটমেন্টে উল্লেখিত প্রতিটি বিষয় সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয় যদি না কার্ড হোল্ডার পরবর্তী 30 দিনের মধ্যে স্টেটমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যা এসবিআইসিপিএসএল-কে সেবিষয়ে জানাচ্ছে এবং যদি এসবিআইসিপিএসএল-এর পক্ষ থেকে সেই অসংগতি সঠিক বলে বিবেচনা করে। এই সংক্রান্ত তথ্যাবলি জানার পরে, এসবিআইসিপিএসএল চার্জ অস্থায়ী ভিত্তিতে বিপরীত করে দিতে পারে। অভিযোগের বিষয়টিতে সুনির্দিষ্ট তদন্ত করার পরে ঐ চার্জগুলির দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে কার্ডহোল্ডারের অ্যাকাউন্টে প্রতিফলিত হবে, নতুনভাবে স্থিরীকৃত চার্জটি একটি পৃথক স্টেটমেন্ট বর্ণিত হবে যার সঙ্গে প্রতি চার্জ স্লিপ রিট্রিভ্যাল পিছু 225 টাকা ধরে চার্জ স্লিপ ইস্যু করা হবে।

h) গ্রাহক অভিযোগের প্রতিবিধান: প্রতিটি অভিযোগ পাঠাতে হবে নোডাল অফিসার, পিও ব্যাগ 28 – জিপিও, নিউ দিল্লী – 110001 অথবা Nodalofficer@sbicard.com–এই ঠিকানায় ই-মেল পাঠাতে হবে।

i) যোগাযোগ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণী:
সমস্ত কোম্পানীর ফোন থেকে: 39 02 02 02 (মোবাইল ফোন থেকে যদি আপনি ফোন করেন সেক্ষেত্রে প্রথমে আপনার শহরের এসটিডি নম্বরটি যুক্ত করবেন)
: 1860 180 1290

এসবিআই রেলওয়ে ক্রেডিট কার্ডের জন্য: ভারতের যেকোন জায়গা থেকে এসবিআই রেলওয়ে ক্রেডিট কার্ড হেল্পলাইনে যোগাযোগ করুন
সমস্ত কোম্পানীর ফোন থেকে: 39 02 12 12 (মোবাইল ফোন থেকে যদি আপনি ফোন করেন সেক্ষেত্রে প্রথমে আপনার শহরের এসটিডি নম্বরটি যুক্ত করবেন)
: 18100 180 1295
যোগাযোগ: আপনি ম্যানেজার – কাস্টমার সার্ভিসেস, এসবিআই কার্ডস এন্ড পেমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, ডিএলএফ ইনফিনিটি টাওয়ার্স, টাওয়ার সি, 12তম তল, ব্লক 2, বিল্ডিং 3, ডিএলএফ সাইবার সিটি গুরগাঁও – 122002 (হরিয়ানা) ভারতবর্ষ এই ঠিকানায় চিঠি পাঠাতে পারেন অথবা www.sbicard.com অথবা পিও ব্যাগ 28 – জিপিও, নিউ দিল্লী – 110001 এই ঠিকানায়ও চিঠি পাঠাতে পারেন
ই-মেল পাঠানোর ঠিকানা **feedback@sbicard.com**

4. খেলাপী

খেলাপী হওয়ার ক্ষেত্রে কার্ডহোল্ডারকে বিভিন্ন সময়ে কার্ড অ্যাকাউন্টে কোনো বকেয়া থাকলে সেইবিষয়টি নিষ্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন সময়ে রিমাইন্ডার পাঠানো হবে চিঠি পোস্ট করার মাধ্যমে, ফ্যাক্সের দ্বারা, টেলিফোন করে, এসএমএস পাঠিয়ে এবং/ অথবা কখনও কখনও তৃতীয় পক্ষকে সেইবিষয়টি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য, ফলো আপ করার জন্য এবং বকেয়া সংগ্রহ করার জন্য নিয়োগ করা হতে পারে। যদি কোনো তৃতীয় পক্ষকে নিয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে ঐ তৃতীয় পক্ষ ঋণ সংগ্রহ করার বিষয়ে আচরণবিধি সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করবেন।

কার্ড অ্যাকাউন্ট উল্লেখিত মোট বকেয়া, তার সাথে যদি কোনো চার্জ ইতিমধ্যে কার্যকরী হয়ে থাকে কিন্তু কার্ড অ্যাকাউন্টে সেটি প্রতিফলিত না হয়ে থাকে তাহলে সেটি তত্ক্ষনাত্ কার্ড অ্যাকাউন্টে বকেয়া বলে গণ্য করা হবে এবং দেউলিয়া ঘোষিত হওয়া বা প্রাইমারী কার্ডহোল্ডারের মৃত্যুর ক্ষেত্রেও এসবিআইসিপিএসএল-কে সেই পরিমাণ সম্পূর্ণভাবে

পরিশোধ করতে হবে এবং তারপরেই শুধুমাত্র কার্ডটি বাতিল বলে গণ্য হবে। কার্ড অ্যাকাউন্টে কোনো বকেয়া থাকলে প্রাইমারী কার্ড হোল্ডারের যেকোন সম্পত্তি কার্ড অ্যাকাউন্তে থাকা সেই বকেয়া পরিশোধ করার জন্য বিবেচিত হবে এবং সেই বকেয়া আদায়ের জন্য যেসমস্ত খরচ হবে যেমন সেই সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য কোনো আইনী খরচ হয়ে থাকে বা অন্যান্য কোনো খরত হয় তাহলে এসবিআইসিপিএসএল-এর পক্ষ থেকে প্রতিটি খরচ কার্ড হোল্ডারের কাছ থেকে আদায় করবেন। এইধরণের পরিশোধ বকেয়া থেকে গেলে এসবিআইসিপিএসএল তার পূর্ব নির্ধারিত হারে ফাইনান্স চার্জ আরোপ করা চালিয়ে যাবেন।

5 কার্ডহোল্ডারশিপ সমাপ্তিকরণ/ প্রত্যাহার করা

a) কার্ডহোল্ডার যেকোন সময়ে এসবিআইসিপিএসএল-কে লিখিত আকারে জানিয়ে অথবা এসবিআই কার্ড হেল্পলাইনে ফোন করে এই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেন এবং এইজন্য তাঁকে কার্ড কোণাকুণি কার্ড(গুলি) কেটে ফেলতে হবে। লিখিত আকারে রিকোয়েস্টপত্র প্রাপ্তির পরে অ্যাড-অন কার্ড সহ সমস্ত কার্ডগুলির পরিসমাপ্তি ঘটবে। পরিসমাপ্তি তখনই কার্যকরী হবে যখন কার্ড অ্যাকাউন্টে আর কোনো বকেয়া অর্থ পরিশোধযোগ্য থাকবে না। প্রো-রাটা ভিত্তিতে কোনো বার্ষিক, যোগদানকারী অথবা পুনর্নবীকরণ ফি ফেরত দেওয়া হবে না।

b) এসবিআইসিপিএসএল-এর পক্ষ থেকে কার্ড হোল্ডারের অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করা যেকোন সময়ে সীমিত করা, পরিসমাপ্তি ঘটানো অথবা বাতিল করতে পারেন এবং এরজন্য এসবিআইসিপিএসএল-কে কোনোরূপ কোনো বিজ্ঞপ্তি পূর্বে ঘোষনা করতে হবে না অবশ্য এসবিআইসিপিএসএল যদি যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করে যে ব্যবসায়িক কারণে এটি প্রয়োজনীয় অথবা কোনো নিরাপত্তাজনিত কারণে এটি প্রয়োজনীয় এবং/ অথবা কোনো আইন বলবতকারী এজেন্সী কর্তৃক কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত করার পরে, এবং/ অথবা কোনো সরকারী আধিকারীক এবং এসবিআইসিপিএসএল ও তার ক্রেতাদের উপর প্রযোজ্য যেসকল আইন ও নিয়ম বলবত আছে সেগুলির মাধ্যমে কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হবার পরে।

এসবিআইসিপিএসএল ক্রেডিট কার্ডটির যাবতীয় সুবিধা স্থগিত করতে পারে, যদি দেখা যায় যে কার্ডহোল্ডার বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে খেলাপী হয়েছেন অথবা বকেয়া পরিমাণ যদি ক্রেডিট লিমিট অতিক্রম করে গিয়ে থাকে। চুক্তি সমাপ্ত হয়ে যাবার পরে অথবা কার্ড অ্যাকাউন্টটি যে সময়কাল জুড়ে স্থগিত করা থাকে সেইসময়কালে কার্ডটি আর ব্যবহার করা উচিত নয়।

c) এই ধরণের অবস্থায়, কার্ডহোল্ডারকে আবশ্যিকভাবে (কোনো পূর্ব নির্ধারিত কারণ অথবা আইন অনুযায়ী কোনো নোটিশ প্রাপ্ত হবার পরে) অ্যাকাউন্টে যে মোট বকেয়া ব্যালেন্স থাকবে তা এসবিআইসিপিএসএলকে পরিশোধ করতে হবে। এরমধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এসবিআইসিপিএসএল-র সহিত করা চুক্তি যারমধ্যে আবারো অন্তর্ভুক্ত থাকবে সমস্ত প্রকারের লেনদেনগুলি এবং এখনও পর্যন্ত অ্যাকাউন্টে না করা বিভিন্ন অ্যামাউন্টের সাপেক্ষে করা চার্জগুলি। কার্ডহোল্ডার যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই কার্ডটি সমাপ্ত বলে বিবেচনা করা হবে না।

6. কার্ডটি হারিয়ে যাওয়া/ চুরি হয়ে যাওয়া বা অপব্যবহার করা

a) প্রাইমারী বা অতিরিক্ত ক্রেডিট কার্ডটি যদি মিসপ্লেসড হয়, হারিয়ে যায়, চুরি হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, যখন বকেয়া থাকে তখন যদি না পেয়ে থাকেন অথবা তিনি যদি সন্দেহ করেন যে তাঁর ক্রেডিট কার্ডটি কার্ডহোল্ডারের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোথাও ব্যবহার হচ্ছে সেইক্ষেত্রে কার্ডহোল্ডারের উচিত তত্ক্ষনাত্ এসবিআইসিপিএসএল-এর এসবিআই কার্ড হেল্পলাইনে জানিয়ে দেওয়া। একবার যখন কার্ডটি হারিয়ে গেছে বলে জানানো হয়ে থাকে তাহলে কার্ড হোল্ডার পরবর্তী সময়ে সেই কার্ডটি খুঁজে পাওয়ার পর কোনো অবস্থাতেই কার্ডটি পুনরায় ব্যবহার করা উচিত নয় এবং কার্ডহোল্ডারের উচিত সেইকার্ডটি আড়াআড়িভাবে ভেঙ্গে নষ্ট করে দেওয়া।

- কার্ডহোল্ডারের উচিত তত্ক্ষনাত্ আইভিআর অথবা এসএমএসভিত্তিক পরিষেবার মাধ্যমে অথবা আমাদের ওয়েবসাইট sbicard.com–এর মাধ্যমে কার্ডটি ব্লক করে দেওয়া
- আপনার হারিয়ে যাওয়া/ চুরি যাওয়া কার্ডটি এসএমএস-এর মাধ্যমে ব্লক করার জন্য আপনার রেজিস্টার করা মোবাইল নম্বর থেকে SMS BLOCK XXXX এই এসএমএসটি 5676791 এই নম্বরে পাঠিয়ে কার্ডটি ব্লক করতে পারেন (XXXX =হলো আপনার কার্ডের শেষ চারটি সংখ্যা)। আপনি যদি পরবর্তী 5 মিনিটের মধ্যে কোনো এসএমএস না পেয়ে থাকেন তাহলে কার্ডটি ব্লক হয়ে গেছে ধরে নেবেন না। অনুগ্রহ করে সেইক্ষেত্রে হেল্পলাইনে ফোন করে তত্ক্ষনাত্ আপনার কার্ডটি ব্লক করুন এবং কোনোরকম কোনো অপব্যবহার হওয়া বন্ধ করুন।

b) কার্ডটি হারিয়ে গেছে এই মর্মে রিপোর্ট করার পূর্বে উক্ত কার্ডে হওয়া যেকোনোরকমের লেনদেনের জন্য এসবিআইসিপিএসএল দায়বদ্ধ থাকবেন না বরং কার্ডহোল্ডার সেই লেনদেনের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন। এসবিআইসিপিএসএল-কে কার্ডটি চুরি যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে জানানোর অতিরিক্ত কার্ডহোল্ডারকে পুলিসে কার্ডটির চুরি যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া জানিয়ে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করতে হবে। যদি কেউ কার্ডটি কার্ডহোল্ডারের অবর্তমানে ব্যবহার করে এবং তার জন্য হওয়া যাবতীয় ক্ষতির দায়বদ্ধতা অথবা কার্ডহোল্ডারের সম্মতিতে বা অ্যাডিশনাল কার্ডহোল্ডারের সম্মতিতে কার্ডটির পিন (পিআইএন) নম্বর জেনে ফেললেও তার দায়বদ্ধতা ঐ কার্ডহোল্ডারেরই থাকবে।

c) কার্ডহোল্ডার যদি কোনো প্রতারণার স্বীকার হন তাহলেও কার্ডহোল্ডারকেই যাবতীয় ক্ষতির দায়বদ্ধতা স্বীকার করতে হবে। যদি কার্ডহোল্ডার তার গোপণীয়তার বিষয়ে যত্নশীল না থাকতে পারেন তাহলে কার্ডহোল্ডারকেই তার সমস্ত ক্ষতির দায় স্বীকার করে নিতে হবে। এটি সেইক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন কার্ডহোল্ডার এসবিআইসিপিএসএল দ্বারা সুরক্ষাকবচগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হবেন।

d) এসবিআইসিপিএসএল কার্ডহোল্ডার বা অ্যাডিশনাল কার্ডহোল্ডারকে না জানিয়ে পুলিস অথবা অন্যান্য দায়িত্বশীল আধিকারিকদেরকে ঐ কার্ড বিষয়ক যাবতীয় তথ্যাদি দিয়ে দেবেন যদি অবশ্য ঐ কার্ডটি হারিয়ে যাওয়া, চুরি হয়ে যাওয়া, অপব্যবহার বা পিন নম্বর বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বলে এসবিআইসিপিএসএল বিবেচনা করে থাকে।

e) আপনার ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টে উল্লেখিত মোবাইল নম্বর সহ আপনার ঠিকানার কোনো পরিবর্তন ঘটলে নতুন তথ্যাদি সহ আপনার পূর্ববর্তী যাবতীয় তথ্যাদি সিস্টেমে আপডেট করার জন্য যত দ্রুত সম্ভব সেটি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিতে হবে। এবিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে কর্তৃপক্ষের নথিতে যেন আপনার সাম্প্রতিকতম তথ্যাদি আপডেট করা থাকে।

8. প্রকাশ/ উদ্ঘাটন

কার্ডহোল্ডার স্বীকার করে নিচ্ছেন যে এসবিআইসিপিএসএল কার্ডহোল্ডার বিষয়ক তথ্যাদি কোনো চালু বা ভবিষ্যত ক্রেডিট ব্যুরো সংস্থাগুলিকে জানানোর বিষয়ে অনুমোদন দিচ্ছেন যেখানে কার্ডহোল্ডারের কাছ থেকে কোনো সম্মতি নাও নেওয়া হতে পারে এবং এইসকল তথ্যাদি থেকে কার্ডহোল্ডারের উপর নেতিবাচক বা ইতিবাচক পারফরম্যান্স/ ডিফল্ট হতে পারে। এইধরণের আপডেট ক্রেডিট ব্যুরো রিপোর্টে পরবর্তী 45 থেকে 60 দিনের মধ্যে প্রতিফলিত হবে।

ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থাকে কার্যকরী ও স্থায়ীত্ব দেওয়ার বিষয়ে উন্নতিসাধনের জন্য ক্রেডিট ব্যুরো হলো ভারত সরকার ও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি উদ্যোগ। এটি হলো বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদানের জন্য কার্যকরী একটি ব্যবস্থাপনা যা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, এবং এর মধ্যে দিয়ে কার্ডহোল্ডারদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রেডিট সুবিধা প্রাপ্ত করার আরো উন্নততর শর্তাবলি।

কার্ডহোল্ডার আরো স্বীকার করে নিচ্ছে যে কার্ডহোল্ডার বিষয়ক তথ্যাবলি যাতে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিশোধ না করতে পারা, নিয়োগকারী এবং এসবিআইসিপিএসএল দ্বারা নিয়োগ হওয়া অন্য তৃতীয়পক্ষকে কার্ড অ্যাকাউন্টটি সঠিকভাবে পরিচালনা করা, যাচাইকরণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক পরিষেবার জন্য এসবিআইসিপিএসএল-কে অনুমোদন দিচ্ছে।

এছাড়াও এসবিআইসিপিএসএল কার্ডহোল্ডার বিষয়ক তথ্যাবলি এসবিআইসিপিএসএল-এর যেকোন পেরেন্ট, অনুসারী, অনুমোদিত বা সহযোগী সংস্থার সঙ্গে শেয়ার করবে যা এসবিআইসিপিএসএল বা তার গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য কোম্পানী, অনুসারী, অনুমোদিত এবং/ অথবা সহযোগী সংস্থাগুলির বিভিন্ন প্রোডাক্ট ও পরিষেবার বিপণনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হবে।

এসবিআই কার্ড-এর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলি ও শর্তাবলি www.sbicard.com–এই ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ আছে

1: বিভিন্ন প্রকার চার্জের শিডিউল

বিভিন্ন ফি	
বার্ষিক ফি (এককালীন)	0 টাকা – 4999 টাকা
পুনর্নবীকরণ ফি (বাত্সরিক)	0 টাকা – 4999 টাকা
ফি-এর উপর অতিরিক্ত (বাত্সরিক)	নেই
বর্ধিত ক্রেডিট	
সুদ মুক্ত ক্রেডিট পিরিয়ড	20 – 50 দিন (কেবলমাত্র খুচরো কেনাকাটা এবং যদি পূর্ববর্তী মাসের বকেয়া ব্যালেন্স যদি পরিশোধ করা হয়ে থাকে শুধু সেইসকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)
ফাইনান্স চার্জ#	অসুরক্ষিত কার্ডের ক্ষেত্রে মাসিক 3.35 শতাংশ (40.2 শতাংশ বার্ষিক), সুরক্ষিত কার্ডের ক্ষেত্রে মাসিক 2.5 শতাংশ (বার্ষিক 30.0 শতাংশ)
ন্যূনতম বকেয়া পরিমাণ	মোট বকেয়া পরিমাণের উপর 5 শতাংশ (ন্যূনতম 200 টাকা) + সকল প্রকার প্রযোজ্য কর + ইএমআই (ইএমআই ভিত্তিক প্রোডাক্টগুলির জন্য) + ওভিএল অ্যামাউন্ট (যদি কিছু থাকে)
অগ্রিম নগদ	
ক্যাশ অ্যাডভান্স লিমিট	ক্রেডিট লিমিটের 80 শতাংশ পর্যন্ত (গোল্ড ও টাইটেনিয়াম কার্ডের জন্য প্রতিদিন সর্বোচ্চ 12 হাজার ও প্লাটিনাম কার্ড ও সিগনেচার কার্ডের জন্য প্রতিদিন 15 হাজার)
ফ্রি ক্রেডিট পিরিয়ড	নেই
ফাইনান্স চার্জ#	উইথড্রন করার তারিখ থেকে মাসিক 3.35 শতাংশ (বার্ষিক 40.2 শতাংশ)
ক্যাশ অ্যাডভান্স ফি	
এসবিআই এটিএম/ অন্যান্য ডোমেস্টিক এটিএম	লেনদেন করা অ্যামাউন্টের উপর 2.5 শতাংশ (ন্যূনতম 300 টাকা হিসাবে)

আন্তর্জাতিক এটিএম	লেনদেন করা অ্যামাউন্টের উপর 3 শতাংশ (ন্যূনতম 300 টাকা হিসাবে)
অন্যান্য চার্জ ও ফি	
ক্যাশ পেমেন্ট ফি	100 টাকা
চেক পিক-আপ	90 টাকা
পেমেন্ট খেলাপী ফি	চেক অ্যামাউন্টের 2 শতাংশ (ন্যূনতম 35 টাকা হিসাবে)
স্টেটমেন্ট রিট্রিভাল	স্টেটমেন্ট প্রতি 100 টাকা (2 মাসের বেশী পুরানো)
চার্জ স্লিপ রিট্রিভাল	প্রতি চার্জ স্লিপ 225 টাকা হিসাবে
লেট পেমেন্ট	0 টাকা থেকে 200 টাকা পর্যন্ত মোট বকেয়ার পরিমাণ শূণ্য, 200 টাকা থেকে 500 টাকা বকেয়া থাকলে 100 টাকা চার্জ নেওয়া হবে, 500 টাকার উর্দ্ধে থেকে 1000 টাকা পর্যন্তের ক্ষেত্রে 400 টাকা, 1000 টাকার উর্দ্ধে থেকে 10000 টাকা পর্যন্ত 500 টাকা 10000 টাকার উর্দ্ধে হলে 750 টাকা লেট পেমেন্ট চার্জ করা হবে।
ওভারলিমিট	ওভারলিমিট অ্যামাউন্টের 2.5 শতাংশ (ন্যূনতম 500 টাকা হিসাবে)
কার্ড প্রতিস্থাপন	100 টাকা থেকে 250 টাকা

জরুরীভিত্তিতে কার্ড প্রতিস্থাপন (যখন বিদেশে থাকা হয়)	প্রকৃত খরচ (ন্যূনতম 175 মার্কিন ডলার)
বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন	বিনিময় হার (3.5 শতাংশ)
রিওয়ার্ড রিডেমপশন ফি	99 টাকা
সারচার্জ	
রেলওয়ে টিকিট – রেলওয়ে কাউন্টার	30 টাকা + লেনদেন করা অ্যামাউন্টের উপর 2.5 শতাংশ
রেলওয়ে টিকিট - www.irctc.co.in	লেনদেন করা অ্যামাউন্টের উপর 1.8 শতাংশ + সার্ভিস চার্জ, যেমন প্রযোজ্য হবে
	লেনদেন করা অ্যামাউন্টের উপর 1% শতাংশ অথবা 10 টাকা যেটা বেশী হবে সিগনেচার ও প্লাটিনাম কার্ডগুলিতে 500 টাকা থেকে 4000 টাকার মধ্যে করা একক লেনদেনের জন্য 1 %শতাংশ সারচার্জের স্বত্বত্যাগ (সমস্ত রকম কর + অন্যান্য চার্জ ব্যতিরেকে), অন্যান্য সকল কার্ডগুলির ক্ষেত্রে 500 টাকা ও 3000 টাকা
পেট্রল ও পেট্রল পাম্পে বিক্রয় হওয়া সমস্ত প্রোডাক্ট/ পরিষেবার জন্য	
	সিগনেচার ও প্লাটিনাম কার্ডে প্রতি ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্ট কার্ড পিছু স্টেটমেন্টে সর্বোচ্চ সারচার্জ স্বত্বত্যাগ করার পরিমাণ 250 টাকা, অন্যান্য সকল কার্ডে প্রতি ক্রেডিট কার্ডের জন্য 100 টাকা
কাস্টমস ডিউটি পেমেন্ট	প্রতি লেনদেনের জন্য 2.25 শতাংশ (সর্বনিম্ন 75 টাকা)

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন ফি, সুদ ও চার্জের উপর সমস্তরকমের কর প্রযোজ্য হবে।

- "প্রযোজ্য কর" এর (1 জুলাই, 2017 তারিখে বা পরে প্রকাশিত বিবৃতিগুলির জন্য) অর্থ:
- "হরিয়ানা" হিসাবে এসবিআই কার্ডের রেকর্ডে বসবাসকারী কার্ডহোল্ডারের জন্য "হরিয়ানা" - কেন্দ্রীয় কর @9% এবং রাজ্য কর @ 9% প্রযোজ্য
- বিবৃতির তারিখের ভিত্তিতে এসবিআই কার্ডের রেকর্ডে বসবাসকারী কার্ডহোল্ডারদের জন্য "হরিয়ানা" ছাড়া - ইন্টিগ্রেটেড ট্যাক্স @18% প্রযোজ্য

কার্ডহোল্ডারের অ্যাকাউন্টে যেসকল পেমেন্ট করা হয় তার ভিত্তি হবে সর্বনিম্ন বকেয়া পরিমাণের উপর (যা সমস্তধরণের কর + ইএমআই ভিত্তিক প্রোডাক্টগুলির ক্ষেত্রে ধার্য্য করা ইএমআই + মোট বকেয়া পরিমাণের উপর 5 শতাংশ), বিভিন্ন ফি ও অন্যান্য চার্জ, ধার্য্য করা সুদ, ব্যালেন্স ট্রান্সফার যা অনিষ্পন্ন, অনিষ্পন্ন পারচেজ এবং অগ্রিম নেওয়া নগদ পরিমাণ।

*